ভোরের কাগজ

14

তারিখ ...17 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি নিয়ে

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য বিভাগে বিরাজ করছে অচলাবস্থা, সর্বশেষ সংবাদ, ওই বিভাগের ১৫ জন শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন একযোগে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে সারা দেশের মানুষ একটা আলাদা মর্যাদা দেয়। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো নিয়ে নানা কারণে মানুষ উদ্বিগ্ন, বুয়েট সেদিক থেকে নিজেকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে রেখেছে। বুয়েটের নানা সুখ্যাতির একটা কারণ এর পক্ষপাতহীন দুর্নীতিমুক্ত ভর্তি পরীক্ষা।

সেই ভর্তি পরীক্ষা নিয়েই একটা জটিলতা এখন বুয়েটকে সংবাদপত্রের নিয়মিত আইটেমে পরিণত করেছে। দ্বন্দ্ব বেধেছে বুয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্থাপত্য অনুষদের। দ্বন্দ্বের বিষয় ভর্তি পরীক্ষার নতুন নিয়ম। বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম-কানুন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় একাডেমিক কাউন্সিল। একাডেমিক কাউন্সিল দীর্ঘদিনের আলোচনা-পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বুয়েটের বিভিন্ন অনুষদের জন্য ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে নেওয়ার। এরমধ্যে স্থাপত্য অনুষদে ভর্তিচ্ছুদের জন্য পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে একটি পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষাটা হবে অন্যান্য অনুষদে ভর্তিচ্ছুদের পরীক্ষার অনুরূপ ও অভিন্ন। এছাড়াও স্থাপত্য বিভাগের ভর্তির জন্য আরো কিছু নতুন নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে, তবে প্রধান দ্বন্দ্বটা বেধেছে এই পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে প্রকৌশল বিভাগগুলোর সঙ্গে অভিন্ন পরীক্ষাটা নিয়েই। একাডেমিক কাউন্সিলের এ সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি আছে এবং তারা যে এটা স্থাপত্যবিদ্যা তথা শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্যই করতে চাইছেন, তা নিয়েও কারো সন্দেহ নেই। নতুন এ পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে স্থাপত্যের শিক্ষকরা একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় প্রথম দফায় 'নোট অফ ডিসেন্ট' দেননি, দ্বিতীয় দফায় কেউ কেউ দিয়েছেন। শেষদিকে এসে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক-ছাত্ররা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দেশব্যাপী সুনাম, তার একটি কারণ গৃহীত সিদ্ধান্ত চাপের মুখে না পাল্টানো। সম্ভবত সেই বিবেচনায় এবং স্থাপত্য শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণ চিন্তা থেকে বুয়েট কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত পাল্টাচ্ছেন না।

কিন্তু স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক-ছাত্ররা নতুন পদ্ধতি মেনে নেবেন—এটা মনে হচ্ছে না। তাদেরও রয়েছে নিজস্ব যুক্তি, তারা বলছেন, স্থাপত্যবিদ্যা যতোটা না কারিগরি, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি নন্দনতত্ত্বভিত্তিক।

আমরা দুই দল শিক্ষাবিদের দ্বন্দ্বে, কী অবস্থান নেবো? প্রথমত, আমরা চাই এই অচলাবস্থার অবসান। বুয়েট তার নিজস্ব টেকনিক্যাল বিষয়টা নিজেরা সমাধান করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী-বুদ্ধিজীবী তথা পুরো সমাজকে জড়িয়ে ফেলছে, এটা আমরা দেখতে চাই না।

দ্বিতীয়ত, আমরা একটা সাধারণ মত ব্যক্ত করতে চাই। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ভাবতে হয় তা কার্যকর করবে কে, কার্যকর হবে কার ওপর। এটা যেকোনো জাতীয় নীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা যদি না চান, কল্যাণকর হলেও সেই সিদ্ধান্ত কি স্থাপত্য বিভাগের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব, নাকি সঙ্গত? স্থাপত্য বিভাগের জন্য পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টি নিয়ে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক ও স্থপতিদের সম্মতিক্রমে তা করা ভালো। একটা সমাধান বোধহয় হতে পারে, স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাটা আলাদা প্রশ্নে আলাদাভাবেই নেওয়া।